দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 19 FEB 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম 2

# প্রতিষ্ঠার ১০ বছর পরও অন্ধকারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

এম এ মালেক : ভবন আছে, তবে নেই কাজ করার লোক। মাত্র ৮ জন জনবল নিয়ে অসহায়ের মতো নীরবে দাঁড়িয়ে আছে বাঙালির গর্বের প্রতীক ভাষা শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর ২০০১ সালের ১৫ মার্চ, প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। দশ বছর পেরিয়ে গেলেও প্রতিষ্ঠানটি এখনো কোনো কাজ শুরু করতে পারেনি। অর্গানোগ্রাম তৈরি হলেও জনবল নিয়োগ হয়নি। কবে নাগাদ কাজ শুরু করা যাবে তাও সুনির্দিষ্ট করে কেউ বলতে পারছেন না। এক ধরনের অন্ধকারেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট রাজধানীর সেগুনবাগিচায় শিল্পকলা একাডেমীর পাশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গিয়ে দেখা যায়, ইনস্টিটিউটের ভেতরে সুনসান নীরবতা। গেটে একজন দারোয়ান চেয়ারে বসে অবসর সময় কাটাচ্ছেন। ভেতরে দু'জন অফিস সহকারী ও একজন এমএলএসএস বসে রয়েছেন। জানা যায়, ২০০১ সালের ১৫ মার্চ জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানকে সঙ্গে নিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকার সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবনের নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করেন। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণে বেশ কয়েক বছর এর কাজ বন্ধ থাকে। এর পর ২০১০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ইনস্টিটিউটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কিন্তু গত এক দশকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক কোনো কাজ শুরু করা যায়নি। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ওই ঘোষণার পর সরকার দেশে একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা চর্চা ও গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর ২০০০ সালের মাঝামাঝি ১৯ কোটি ৪৯ লাখ টাকার 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প' সরকার অনুমোদন করে। ২০১০ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ইনস্টিটিউটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছিলেন, অতি দ্রুত প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ দেয়া হবে। ইনস্টিটিউটকে কার্যকর করতে ভাষা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেয়া হবে। শুরুতে এ প্রকল্পের ১২ তলা একটি ভবন নির্মাণের কথা বলা ছিল। তবে প্রাথমিকভাবে পাঁচতলা ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়। তাতে একটি মিলনায়তন, চারটি সম্মেলন কক্ষ, কম্পিউটার ল্যাব, মিউজিয়াম, আর্কাইভ, ভাষা প্রশিক্ষণের জন্য ১০টি শ্রেণীকক্ষসহ প্রয়োজনীয় অফিস কক্ষের ব্যবস্থা রাখা হয়। বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভবন নির্মাণের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়। ২০০৪ সালের শেষ দিকে সরকার প্রকল্প সংশোধন করে নির্মাণকাজ শেষ করার উদ্যোগ নেয়। ফলে সংশোধিত প্রকল্পের আওতায় তিনতলা পর্যন্ত ভবন নির্মাণ শেষ হয়। সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, ভবন উদ্বোধন করা হলেও শুধু জনবল সংকটের কারণে ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম চালু করা যায়নি। জনবল নিয়োগের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। নিয়োগের বিষয়টি চূড়ান্ত হলেই চালু হয়ে যাবে আন্তর্জাতিক ভাষা ইনস্টিটিউটের আনুষ্ঠানিক যাত্রা।

> বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেলেও ২০০১ সালের ১৫ মার্চে প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলেও দশ বছরে কোনো কাজ শুরু করা হয়নি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. জিন্নাত ইমতিয়াজ আলী জানান, প্রতিষ্ঠানটির প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। চলতি অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি রাজস্ব খাতে গেলেই জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। ৯১ জনের জনবল কাঠামো রেখে একটি অর্গানোগ্রাম চূড়ান্ত করে পাঠানো হয়েছে। লোক নিয়োগ করা হলে ইনস্টিটিউটের কাজে গতি আসবে। প্রতিষ্ঠাটি পূর্ণাঙ্গ রূপ নিলে যা থাকবে : এ প্রতিষ্ঠানে পৃথিবীর সব ভাষা সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি হুমকির মুখে পড়া ভাষার বিস্তার ঘটানোর কাজও করা হবে। দেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর ভাষা নিয়ে গবেষণা করা হবে। বিভিন্ন ভাষার উপাদান ডেটাবেইসে সংরক্ষিত থাকবে। 'অনলাইনেও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভাষা চর্চা করা যাবে। অডিও ভিজ্যুয়াল পদ্ধতিতে বিলুপ্ত বা প্রায় বিলুপ্ত ভাষাগুলোকে দৃশ্যমান করা হবে। বিশ্বমানের লাইব্রেরি থাকবে, তাতে ভাষার ওপর লিখিত যাবতীয় বই, ব্যাকরণ থাকবে। এসবে ইন্টারনেট সংস্করণও থাকবে। এ ছাড়া ইনস্টিটিউটে একটি ভাষা-জাদুঘর ও আর্কাইভ থাকবে। অনুবাদ কার্যক্রম পরিচালনা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ বিভিন্ন ভাষাভাষী তৈরি করা, ভাষানীতি প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান, বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষার ওপর গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হবে এর অন্যতম কাজ।